ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৯৬

আগরতলা,৯ সেপ্টেম্বর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"শরীরে রক্ত দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই রোগীর মৃত্যু, উত্তেজনা কমলপুর হাসপাতালে," এই শিরোনামে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় এবং "রোগীর মৃত্যু ঘিরে কমলপুর হাসপাতালে উত্তেজনা," দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এই দুটি প্রকাশিত সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, কমলপুরের সুদীপ ঘোষের স্ত্রী শিপ্রা ঘোষ, (৪০) যিনি, গত ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থায় কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। রোগীর স্বামীর বক্তব্য অনুসারে, রোগী দীর্ঘদিন ধরে রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন, কিন্তু আগে হাসপাতালে যেতে রাজি হননি এবং তিনি কোনও চিকিৎসা গ্রহণ করেননি। চিকিৎসকরা তাকে আগেও যথাযথ চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভর্তির সময় তার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ছিল মাত্র ৩.৬%(০৬.০৯.২৫ তারিখের রিপোর্ট অনুসারে)। ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্তব্যরত ডাঃ মলিন দেববর্মা সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন এবং রোগীকে রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী রক্তের নমুনা ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠানোর পর দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ''বি'' পজিটিভ রক্ত (ব্যাগ নং-৫৬২/২৫, DOC-১৫.০৮.২৫ এবং DOE-১৯.০৯.২৫) প্রদান করেন। কর্তব্যরত নার্সিং অফিসার ধীর গতিতে রক্ত সঞ্চালন শুরু করেন। কিন্তু, রোগীর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি এবং বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে তিনি মারা যান। ঠিক সেই মুহূর্তে, রোগীর কয়েকজন আত্মীয়-পরিজন তাদের আবেগ প্রকাশ করে বলেন যে রক্তের ব্যাগের অমিল ইত্যাদি কারণে হাসপাতালের পরিষেবার অবহেলার কারণে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয় কারণ, রোগীর অবস্থা গুরুতর ভেবেই তার স্বামীও তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পুলিশকে জানানো হয়েছিল এবং পরে পরিস্থিতি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

*****